অনলাইন সংস্করণ
প্রথম আলো

বড় নেতার বচন

আসিফ নজরুল

সেদিন চ্যানেল আইর সংবাদ দেখে শান্তি পাই মনে। দেখি সংলাপ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল জলিল বলছেন: ওনাকে (আবদুল মান্নান ভূঁইয়া) আমার যথেষ্ট আন্তরিক মনে হয়। মান্নান ভূঁইয়ার মনোভাবও তাই। এই দুই নেতা একসঙ্গে বসেন, করমর্দন করেন এবং আশ্চর্য যা, সভা শেষে প্রায় একরকম কথা বলেন। আমি জানি এ অবস্থা হয়তো থাকবে না বেশি দিন। ১৬ অক্টোবর সভার পর সংলাপই হয়তো ভেঙে যাবে হঠাৎ। কিন্তু এও জানি দুই দলের নেতাদের মধ্যে সুবচন বা সদাচার মিথ্যা নয়। বিভিন্ন সভা-সেমিনারে বহুবার দেখেছি ব্যারিস্টার মওদুদ-সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বা কর্নেল ফারুক খান-জহিরুদ্দিন স্বপনের মতো দুই দলের নেতারা কতটা আন্তরিকভাবে কথা বলেন একে অন্যের সঙ্গে। নব্বইয়ের এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সময় এই দুই দলের বহু নেতা ও ছাত্রনেতাদের মধ্যে যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে তা অনেকাংশে বজায় আছে আজও। অল্প কয়েকজন নেতা বাদে বাকিরা অন্য দলের নেতা সম্পর্কে ভয়ানক কোনো কটূক্তি করেছেন এও মনে পড়ে না। সমস্যা রয়েছে অন্য জায়গায়। রাজনীতিতে কটূক্তি, নির্দয় মন্তব্য, চরম অশ্রদ্ধা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে। শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃত্বের এসব মন্তব্য ও মনোভাব দলের অন্য নেতাদের প্রভাবিত করে কখনো কখনো। মার্জিত ভাষার নেতাদেরও তাই দেখি মাঝেমধ্যে চরম আক্রমণাত্মক কোনো কথা বলে ফেলতে। প্রতিপক্ষ দলের নেতাদের অশালীন ভাষায় গালাগালি করলে নিজ দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত হওয়া যায় এমন কথাও শুনি আমরা। কিন্তু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের এই মনোভাবে চূড়ান্ত বিচারে ক্ষতিগ্রস্ত হন তারা নিজেরা, তাদের দল এমনকি দেশ।

২.

আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনাকে দিয়ে শুরু করছি। তার সম্পর্কে খুব বেশি জানা নেই আমার। বছর ১৭ আগে যখন বিচিত্রায় ছিলাম তখন তার এক সাংবাদিক বান্ধবী সেখানে নিয়মিত আসতেন, মাঝেমধ্যে লিখতেনও। তিনি বিচিত্রায় গিয়ে রটিয়ে দিয়েছিলেন যে শেখ হাসিনা বিচিত্রার ওপর খুবই ক্ষুব্ধ, তার মাধ্যমে না গেলে শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার নেওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। পরে আমি দেখেছি এ বর্ণনা একদমই সত্য নয়। নব্বইয়ের আন্দোলনের কয়েক মাস আগে ফ্রিডম পার্টি তার ৩২ নম্বরের বাসায় হামলা করার পর গিয়েছিলাম সেখানে। বিচিত্রার সাংবাদিক এসেছে শুনে তিনি নিজে বের হয়ে আসেন ভেতরের ঘর থেকে। প্রথম পরিচয়ে তার আতিথেয়তা ছিল মুগ্ধ করার মতো। শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ আমার যেসব সাংবাদিক ও বিশ্ববিদ্যালয়জীবনের বন্ধুরা আছে, তাদের কাছে একই রকম বর্ণনা শুনি তার। তিনি স্নেহশীল, বন্ধুবৎসল, দরাজ দিলের মানুষ। কবি, সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী, সৃজনশীল মানুষকে অসম্ভব সম্মানও করেন তিনি। কিন্তু তিনি রাখঢাকহীনভাবে কথা বলেন, একটু বেশি রাখঢাকহীনভাবে। এবং আমার ব্যক্তিগত অভিমত, একটু বেশি বেপরোয়া এবং অসংযতভাবে। তিনি যতটা সম্মানী মানুষ, তিনি যে বিশাল মানুষটির কন্যা, সুফিয়া কামাল বা জয়নাল আবেদীনের মতো যেসব মানুষের স্নেহচ্ছায়ায় তিনি বড় হয়েছেন তার সঙ্গে কখনো কখনো বেমানান মনে হয় তার শব্দচয়ন, বাক্যবিন্যাস, প্রকাশভঙ্গি।

তিনি সরকারের সমালোচনা করতেই পারেন। সরকারের দুর্নীতি আর অনাচারের সমালোচনা করাই তার কর্তব্য। কিন্তু এই সমালোচনা মোটা দাগ আর বেমানান ভাষায় করতে গিয়ে তিনি ভুল করে ফেলেন। তার সমালোচনার সৎ উদ্দেশ্য ছাপিয়ে তার চড়া ভাষাই তখন আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী বা সন্ত্রাসী নেতার চেয়ে উল্টো তিনিই সমালোচিত হয়ে ওঠেন কোথাও কোথাও। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই। তিনি বিএনপি নেতাদের উদ্দেশে বলেছেন, 'চায়ের দাওয়াতে যান না, বোতলের দাওয়াতে যান'। তিনি আসলে কী বোঝাতে চেয়েছিলেন? চায়ের চেয়ে বিএনপি নেতারা বোতলে বেশি আসক্ত, তিনি নিশ্চয়ই তা বোঝাতে চাননি। তার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করলে মনে হয় তিনি আসলে বিএনপি নেতাদের বলতে চেয়েছেন যে বিদেশিদের বহু দাওয়াতেও তো গেছেন, বহুবার তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন, হঠাৎ চায়ের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে সস্তা চমক সৃষ্টি করছেন কেন? এটি তিনি এভাবে বললেও সরকার বা বিএনপির সমালোচনা হতো। কিন্তু তিনি বোতলের প্রসঙ্গ টেনে বরং নিজে সমালোচিত হওয়ার পথ খুলে দিয়েছেন, তার আসল বক্তব্য ধামাচাপা পড়ে গেছে।

এ রকম বহুবার হয়েছে, বহুবার তিনি অদ্ভুত আর অচিন্ত্যনীয় কথা বলে তার নিজের সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ করে দিয়েছেন, দলকে বিপন্ন করেছেন। তার ক্রোধ, তার আত্মবিশ্বাস, তার অবজ্ঞা, তার উল্লাস তিনি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন না অনেক সময়। জনগণের মঞ্চে এসে তিনি কথা বলেন ঘরের ভেতরের আটপৌরে মানুষের মতো। 'ভাষাকন্যা' জাতীয় উপাধি দিয়ে তার স্তাবকেরা তাকে বিভ্রান্ত করেছে। ব্যক্তি হাসিনার ভেতরের কোমলতা আর মননশীলতা কীভাবে নেত্রীর কথাবার্তায় আর ইমেজে প্রতিফলিত করা যায় সে পরামর্শ হয়তো দেননি। এটি করা গেলে আওয়ামী লীগের জন্য ভালো হতো, দেশের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির জন্যও ভালো হতো।

৩.

আরেক বড় নেত্রী খালেদা জিয়া তার বাকসংযমের জন্য পরিচিত ছিলেন। কিন্তু এখন তাকেও কখনো কখনো উত্তেজিত বা আক্রমণাত্মক হতে দেখা যায়। তার উত্তরসূরি ও বিএনপির আগামী দিনের অবশ্যম্ভাবী নেতা তারেক রহমানের ক্ষেত্রে এটি আরও অনেক বেশি লক্ষণীয় হয়ে উঠছে সাম্প্রতিককালে।

তারেক রহমান সম্পর্কে আমার যা ধারণা ছিল তাও হোঁচট খেতে শুরু করেছে বর্তমানে। বছর দুয়েক আগে তার সম্পর্কে কিছুটা সমালোচনামূলক একটি লেখা আমি প্রথম আলোয় লিখেছিলাম। তিনি এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে অসাধারণ শব্দচয়ন আর অত্যন্ত বিনীত ভাষায় একটি চিঠি লিখে পাঠান আমাকে। অবাক হয়েছিলাম, খুশিও। এরপর দৈনিক মানবজমিন-এ আয়োজিত একটি গোলটেবিল বৈঠকে তার সঙ্গে আমার একমাত্র সাক্ষাতের ঘটনা ঘটে। সেই সভার সঞ্চালক আমি, আমার বাঁ পাশে বসেন তিনি। আমি তাকে সময়স্বল্পতার কথা বললে তিনি তার লিখিত ভাষণ কেটে-ছেঁটে বেশ ছোট করে ফেলেন। কিছুক্ষণ পর সরকারের তীব্র সমালোচক হিসেবে বহুল পরিচিত ব্যারিস্টার রোকনুদ্দিন মাহমুদ এসে আমার অন্য পাশে বসলে তারেক অত্যন্ত মার্জিতভাবে নিজ থেকে তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে করমর্দন করেন। সেই তারেক রহমানকে কিছুদিন আগে টেলিভিশনে দেখি আওয়ামী লীগ নেত্রীর লগি-বৈঠা নিয়ে আসার জবাব দিচ্ছেন কাস্তে নিয়ে আসার কথা বলে, কাস্তে চালানোর ভঙ্গি করে! তারেক রহমান পরদিন যা করেছেন তা আরও বড় শিষ্টাচার লঙ্ঘন। বিরোধী দলের নেত্রীকে সরাসরি বদরাগী, সন্ত্রাসী এসব বলে আখ্যায়িত করে তিনি দলটির নেতাদের কাছে দলনেত্রী পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়েছেন। এটি অভাবিত, অরুচিকর এবং অনাকাঙ্ক্ষিত। বিএনপি ও ছাত্রদলের অগণিত তরুণের পরম প্রিয় এই নেতা কী শিক্ষা দিচ্ছেন আগামী দিনের জননেতাদের?

৪.

বড় দলের বাইরে আমাদের দেশে ড. কামাল হোসেন, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বা জি এম কাদেরদের মতো অনেক নেতা আছেন যারা শিষ্টাচার বজায় রেখে অন্য কারও সমালোচনা করে থাকেন। ভদ্রতা, বিনয় আর শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে ড. কামাল হোসেন মাপের একজন মানুষই হওয়ার কথা সাবেক রাষ্ট্রপতি ড. বদরুদ্দোজা চৌধুরীর। এত বছর আমাদের তা-ই জানা ছিল। কিন্তু ১২ অক্টোবর দৈনিক জনকণ্ঠে তার সংবাদ পড়লে এ বিশ্বাস থমকে যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে উদ্দেশ করে তিনি বলেছেন, একজন 'অমানুষ' দেশ চালাচ্ছে এখন। তার নিজেরই বহু বছরের নেত্রী এখন একেবারে 'অমানুষ' হয়ে গেছেন! এটাই কি রাজনীতি? খালেদা জিয়া ব্যর্থ শাসক হতে পারেন, স্বেচ্ছাচারী শাসক হতে পারেন, আরও বহু অযোগ্যতা থাকতে পারে তার, কিন্তু বয়োবৃদ্ধ একজন নেতা কীভাবে দেশের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে মানুষ পদবাচ্য নয় বলে আখ্যায়িত করতে পারেন প্রকাশ্য সভায়? এটাই কি বিকল্পধারা!

বিদেশের রাজনীতিতেও তর্কাতর্কি বেধে যায় প্রতিদ্বন্দ্বী দলের নেতাদের মধ্যে। বিবিসির কল্যাণে নিকট অতীতেই টনি ব্লেয়ার-মাইকেল হাওয়ার্ড বা জর্জ বুশ-জন কেরির বিতর্ক দেখেছি আমরা। দেখেছি সোনিয়া গান্ধী বা অটলবিহারি বাজপেয়ি কী ভাষায় কথা বলেন প্রতিপক্ষ সম্পর্কে। দেখেছি কীভাবে সশস্ত্র প্রতিপক্ষ মাওবাদীদের সঙ্গে সৌহার্দ্যময় আলোচনায় বসে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেন নেপালের রাজনৈতিক দলের নেতারা। তাদের তর্কবিতর্কে সমালোচনা থাকে, যুক্তি-পাল্টা যুক্তি থাকে। থাকে না অপরিমিত, কদর্য, নিষ্ঠুর আক্রমণ। থাকেনা না প্রতিপক্ষের প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্য, চরিত্র হনন, চরম অসম্মান।

তুলনায় আমাদের বড় বড় রাজনীতিবিদ যুক্তিনিষ্ঠ ও শালীন সমালোচনা থেকে ক্রমেই যেন দূরে সরে যাচ্ছেন। তারা নিজেদেরই যদি সম্মান না করেন, আমরা কীভাবে সম্মান করব তাদের? আমরা কীইবা শিখব তাদের কাছে। দেশে গণতান্ত্রিক সহনশীলতা, সংস্কৃতি আর মূল্যবোধ সুপ্রতিষ্ঠিত হবে কীভাবে?

ড. আসিফ নজরুল: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক, লেখক।